



## 36651 - কেরবানীর পশু জবাই করার সময়কাল

### প্রশ্ন

কোন সময়ে কেরবানীর পশু জবাই করতে হয়?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কেরবানীর পশু জবাই করার সময় শুরু হয় ঈদুল আযহার নামাযের পর থেকে এবং শেষ হয় ১৩ ই যলিহজ্জ সূর্যাস্তরে মাধ্যমে। অর্থাৎ জবাই করার সময়কাল চারদিন: ঈদুল আযহার দিন ও ঈদরে পরে আরও তিনদিন।

উত্তম হচ্ছে- ঈদরে নামাযের পর দরী না করে অবলিম্বে কেরবানী করা। যতাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করছেন। এরপর ঈদরে দিন প্রথম যে খাবার খাবে সেটা হবে কেরবানীর গশেত।

মুসনাদে আহমাদে (২২৪৭৪) বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতিরের দিন সকালে না-খয়ে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন (ঈদগাহ থেকে) ফরোর আগে খতেনে না। ফরিরে এসে কেরবানীর গশেত খতেনে।”

আল-যাইলায়ী তাঁর ‘নাসবুর রায়াহ’ গ্রন্থে ‘ইবনুল কাত্তান’ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাদিসটিকে সহি বলছেন।

ইবনুল কাইয়যমে তাঁর ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে (২/৩১৯) বলেন:

আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) বলেন: কেরবানীর দিনসমূহ হচ্ছে- ১০ ই যলিহজ্জ ও এরপর আরও তিনদিন। এটি বসরার ইমাম হাসানরে মাযহাব, মক্কাবাসীর ইমাম আতা বনি আবু রাবাহ এর মাযহাব, শামবাসীর ইমাম আওয়ায়রি মাযহাব, হাদসিবশিরাদ ফকীহদের ইমাম শাফয়েরি মাযহাব। ইবনুল মুনযরিও এ মাযহাব গ্রহণ করছেন। কেননা পরের তিন দিন হচ্ছে- মীনার দিন, কংকর নক্শপেরে দিন, তাশরকিরে দিন যে দিনগুলোতে রযো রাখা হারাম। এ বধিানগুলোর দকি থেকে এ দিনগুলো ভ্রাতৃতুল্য। সুতরাং কোন দলিল কিংবা ইজমা ছাড়া কেরবানীর পশু জবাই করার ক্ষতেরে এ দিনগুলোর বধিানে গরমলি হবে কভিাবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুইটি সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, “মীনার সর্বতর কেরবানীর স্থান এবং তাশরকিরে দিনগুলোর সর্বাংশ কেরবানীর সময়” হাদসিটির দুই সনদরে একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।[সমাপ্ত]; আলবানী ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে (২৪৭৬) হাদসিটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]



শাইখ উছাইমীন ‘আহকামুল উদহয়িয়াহ’ গ্রন্থে কেরবানীর সময় সম্পর্কে বলেন: ঈদরে দনি ঈদরে নামাযরে পর থেকে তাশরকিরে সর্বশেষে দনি তথা ১৩ ই যলিহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সুতরাং কেরবানী করা যায় চারদনি: ঈদরে দনি নামাযরে পর থেকে এবং এরপর তনিদনি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈদরে নামায শেষে হওয়ার আগে কথিবা ১৩ ই যলিহজ্জ সূর্যাস্তরে পরে কেরবানী করবে তার কেরবানী সহি হবো না। কনিতু, কোন ওজররে কারণে কডে যদি তাশরকিরে দনিরে পরে কেরবানী করে; যমেন- কোন অবহলো না হওয়া সত্তবেও কেরবানীর পশু হারিয়ে যাওয়া এবং নরিধারতি সময় পার হয়ে যাওয়ার পর সটে খুঁজে পাওয়া, কথিবা যাকে কেরবানী করার দায়তিব দয়ো হয়েছে সে ভুলে যাওয়ার কারণে সময় পার হয়ে যাওয়া। এমন কোন ওজর ঘটলে সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও কেরবানী করতে কোন বাধা নই। ‘যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ছে কথিবা নামায পড়তে ভুলে গেছে সে ব্যক্তি যখন সজাগ হয় কথিবা যখন তার মনে পড়ে তখন নামায পড়বে’ শীর্ষক মাসয়ালার উপর এ মাসয়ালারটিকে কয়্যাস করা হবে।

নরিদ্ষিট সময়রে মধ্যে দনি কথিবা রাত্রে কেরবানীর পশু জবাই করা জায়বে। তবে, দনিরে বলো জবাই করা উত্তম। আর ঈদরে দনি খোতবাদবয়রে পরে জবাই করা উত্তম এবং পররে দনিরে চয়ে পূর্বরে দনি জবাই করা উত্তম। যহেতু এতে করে নকৌর কাজটি দ্রুত করা যায়। [সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

‘ফাতাওয়াল লাজনা দায়মি’ গ্রন্থে (১১/৪০৬) এসছে-

“তামাত্তু ও ক্বরান হজ্জকারীর হাদরি পশু জবাই করা এবং কেরবানীর পশু জবাই করার সময় মোট চারদনি: ঈদরে দনি ও ঈদরে পরে আরও তনিদনি। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, চতুর্থদনিরে সূর্যাস্ত যাওয়ার মাধ্যমে জবাই করার সময় শেষে হয়ে যায়।